সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ

শ্লোক ১

অর্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; **যে**—যারা; **শাস্ত্রবিধিম্**—শাস্ত্রের বিধান; **উৎসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **যজন্তে**—পূজা করে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **অন্বিতাঃ**—যুক্ত হয়ে; **তেষাম্**—তাদের; **নিষ্ঠা**—নিষ্ঠা; **তু**—কিন্তু; **কা**—কি রকম; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণে; **আহো**—অথবা; **রজঃ**—রজোগুণে; **তমঃ**—তমোগুণে।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ

শাস্ত্রবিধি নাহি জানে কিন্তু শ্রদ্ধান্বিত ।
যজন করয়ে যারা কিবা তার হিত ॥
কিবা নিষ্ঠা তার কৃষ্ণ সত্ত্ব, রজ, তম ।
বিস্তার কহ'ত সেই শুনি ইচ্ছা মম ॥

অনুবাদ

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে কৃষ্ণ! যারা শাস্ত্রীয় বিধান পরিত্যাগ করে শ্রদ্ধা সহকারে দেব-দেবীর পূজা করে, তাদের সেই নিষ্ঠা কি সাত্ত্বিক, রাজসিক না তামসিক?

তাৎপর্য

চতুর্থ অধ্যায়ের ঊনচত্বারিংশত্তম শ্লোকে বলা হয়েছে যে, কোনও বিশেষ ধরনের আরাধনার প্রতি শ্রদ্ধাবান হলে কালক্রমে জ্ঞান লাভ হয় এবং পরা শান্তি ও সমৃদ্ধির পরম সিদ্ধি লাভ করা যায়। ষোড়শ অধ্যায়ের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, যারা শাস্ত্র-নির্দেশিত বিধির অনুশীলন করে না, তাদের বলা হয় অসুর এবং যাঁরা শ্রদ্ধা সহকারে শাস্ত্রের অনুশাসনাদি মেনে চলেন, তাঁদের বলা হয় সুর বা দেব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেউ যদি শ্রদ্ধা সহকারে কোন নীতির অনুশীলন করে যার উল্লেখ শাস্ত্রে নেই, তার কি অবস্থা? অর্জুনের মনের এই সংশয় শ্রীকৃষ্ণকে দূর করতে হবে। যারা একটি মানুষকে বেছে নিয়ে তার উপর বিশ্বাস অর্পণ করে এক ধরনের ভগবান তৈরি করে নেয়, তারা কি সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, কিংবা তমোগুণের বশবর্তী হয়ে আরাধনা করতে থাকে? ঐ ধরনের লোকেরা কি জীবনে সিদ্ধি লাভের পর্যায়ে উপনীত হয়? তাদের পক্ষে কি যথার্থ জ্ঞান লাভ করে পরম সিদ্ধির স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব? যারা শাস্ত্রবিধির অনুশীলন করে না, কিন্তু শ্রদ্ধা সহকারে বিভিন্ন দেব-দেবীর ও মানুষের পূজা করে, তারা কি তাদের প্রচেষ্টায় সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে? অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **ত্রিবিধা**—তিন প্রকার; **ভবতি**—হয়; **শ্রদ্ধা**—শ্রদ্ধা; **দেহিনাম্**—দেহীদের; **সা**—তা; **স্বভাবজা**—স্বভাব-জনিত; **সাত্ত্বিকী**—সাত্ত্বিকী; **রাজসী**—রাজসী; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **তামসী**—তামসী; **চ**—এবং; **ইতি**—এভাবে; **তাম্**—তা; **শৃণু**—শ্রবণ কর।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ
স্বভাবজ তিন নিষ্ঠা শ্রদ্ধা সে দেহীর ।
সাত্ত্বিকী, রাজসী আর তামসী গভীর ॥
বিবরণ কহি তার শুন দিয়া মন ।
যার যেবা শ্রদ্ধা হয় গুণের কারণ ॥

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—দেহীদের স্বভাব-জনিত শ্রদ্ধা তিন প্রকার—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। এখন সেই সম্বন্ধে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

যারা শাস্ত্র-নির্দেশিত বিধি সম্বন্ধে অবগত হওয়া সত্ত্বেও আলস্য বা বৈমুখ্যবশত এই সমস্ত বিধির অনুশীলন করে না, তারা জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাদের পূর্বকৃত সত্ত্বগুণ, রজোগুণ অথবা তমোগুণাশ্রিত কর্ম অনুসারে তারা বিশেষ ধরনের প্রকৃতি অর্জন করে। প্রকৃতির বিভিন্ন গুণাবলীর সঙ্গে জীবের আসঙ্গ চিরকাল ধরেই চলে আসছে; যেহেতু জীবসত্তা জড়া প্রকৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে, সেই জন্য জড় গুণের সঙ্গে তার আসঙ্গ অনুসারে সে বিভিন্ন ধরনের মানসিকতা অর্জন করে থাকে। কিন্তু যদি সে কোনও সদ্‌গুরুর সঙ্গ লাভ করে এবং তার নির্দেশিত অনুশাসনাদি ও শাস্ত্রাদি মেনে চলে, তা হলে তার প্রকৃতি বদলাতে পারা যায়। ক্রমশ, সেভাবেই মানুষ তম থেকে রজ, কিংবা রজ থেকে সত্ত্বে তার অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারে। এই থেকে সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রকৃতির কোনও এক বিশেষ গুণের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের ফলে মানুষ পূর্ণ সার্থকতার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না। সব কিছুই সতর্কতার সঙ্গে বুদ্ধি দিয়ে, সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যে বিবেচনা করতে হয়। এভাবেই মানুষ প্রকৃতির উচ্চতর গুণগত পর্যায়ে নিজের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে পারে।

শ্লোক ৩

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত ।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥

সত্ত্বানুরূপা—অন্তঃকরণের অনুরূপ; **সর্বস্য**—সকলের; **শ্রদ্ধা**—শ্রদ্ধা; **ভবতি**—হয়; **ভারত**—হে ভারত; **শ্রদ্ধা**—শ্রদ্ধা; **ময়ঃ**—পূর্ণ; **অয়ম্**—এই; **পুরুষঃ**—জীব; **যঃ**—যে; **যৎ**—যেই রকম; **শ্রদ্ধঃ**—শ্রদ্ধা; **সঃ**—সেই প্রকার; **এব**—অবশ্যই; **সঃ**—সে।

গীতার গান

নিজ সত্ত্ব অনুরূপা শ্রদ্ধা সে ভারত ।
শ্রদ্ধাময় পুরুষ যে শ্রদ্ধা যে তেমত ॥

অনুবাদ

হে ভারত! সকলের শ্রদ্ধা নিজ-নিজ অন্তঃকরণের অনুরূপ হয়। যে যেই রকম গুণের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত, সে সেই রকম শ্রদ্ধাবান।

তাৎপর্য

প্রতিটি মানুষেরই, সে যেই হোক না কেন, কোন বিশেষ ধরনের শ্রদ্ধা থাকে। কিন্তু তার স্বভাব অনুসারে সেই শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক হয়। এভাবেই তার বিশেষ শ্রদ্ধা অনুসারে সে এক-এক ধরনের মানুষের সঙ্গ করে। এখন প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে যে, পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, প্রতিটি জীবই মূলত পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্ন অংশ-বিশেষ। তাই, মূলত প্রতিটি জীবই জড়া প্রকৃতির এই সমস্ত গুণের অতীত। কিন্তু কেউ যখন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে যায় এবং বদ্ধ জীবনে জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে, তখন সে বৈচিত্র্যময় জড়া প্রকৃতির সঙ্গ অনুসারে নিজের অবস্থান গড়ে তোলে। তার ফলে তার যে কৃত্রিম বিশ্বাস ও উপাধি তা জড়-জাগতিক। কেউ যদিও কতকগুলি সংস্কার বা ধারণার বশবর্তী হয়ে পরিচালিত হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে হচ্ছে নির্গুণ বা গুণাতীত। তাই, পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য তাকে তার জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে হবে। সেটিই হচ্ছে নির্ভয়ে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার একমাত্র পন্থা—কৃষ্ণভাবনামৃত। কৃষ্ণভাবনামৃত যিনি লাভ করেছেন, তিনি নিশ্চিতভাবে সিদ্ধ স্তরে অধিষ্ঠিত হবেন। কিন্তু কেউ যদি আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা অবলম্বন না করেন, তা হলে তিনি অবশ্যই জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরিচালিত হবেন।

এই শ্লোকে *শ্রদ্ধা* অর্থাৎ 'বিশ্বাস' কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। *শ্রদ্ধা* অর্থাৎ বিশ্বাসের প্রথম উদয় হয় সত্ত্বগুণের মাধ্যমে। কারও শ্রদ্ধা দেব-দেবীর প্রতি অথবা মনগড়া কোন ভগবান কিংবা কোন রকম অলীক কল্পনার প্রতি থাকতে পারে। এই যে সুদৃঢ় বিশ্বাস, তা জড় জগতের সত্ত্বগুণের কর্ম থেকে উদ্ভূত। কিন্তু জড়-জাগতিক বদ্ধ জীবনে কোন কাজই পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ নয়। সেগুলি হয় মিশ্র প্রকৃতির। সেগুলি শুদ্ধ সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন হয় না। শুদ্ধ সত্ত্ব হচ্ছে অপ্রাকৃত; সেই শুদ্ধ সত্ত্বে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের যথার্থ প্রকৃতি উপলব্ধি করতে পারা যায়। কারও শ্রদ্ধা যতক্ষণ পর্যন্ত না শুদ্ধ সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা জড়া প্রকৃতির যে কোন গুণের দ্বারা কলুষিত হতে পারে। জড়া প্রকৃতির কলুষিত গুণগুলি হৃদয়ে বিস্তার লাভ করে। অতএব জড়া প্রকৃতির বিশেষ কোন গুণের সংস্পর্শে হৃদয়ের স্থিতি অনুসারে জীবের শ্রদ্ধার প্রকাশ হয়। বুঝতে হবে যে, কারও হৃদয় যদি সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত থাকে, তা হলে তার শ্রদ্ধা হবে সাত্ত্বিক। তার হৃদয় যদি রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত থাকে, তা হলে তার শ্রদ্ধা হবে রাজসিক এবং তার হৃদয় যদি তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত থাকে বা মোহাচ্ছন্ন থাকে, তা হলে তার শ্রদ্ধাও হবে সেই রকমই কলুষিত। এভাবেই এই জগতে আমরা ভিন্ন ভিন্ন রকমের শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস দেখতে পাই এবং ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসের থেকে নানা রকম ধর্মের উদয় হয়েছে। ধর্ম বিশ্বাসের যথার্থ তত্ত্ব শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত, কিন্তু হৃদয় কলুষিত হয়ে পড়ার ফলে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাসের উদয় হয়। এভাবেই ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস অনুসারে নানা রকম উপাসনা পদ্ধতির উদ্ভব হয়।

শ্লোক ৪

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥

যজন্তে—পূজা করে; **সাত্ত্বিকাঃ**—সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা; **দেবান্**—দেবতাদের; **যক্ষরক্ষাংসি**—যক্ষ ও রাক্ষসদের; **রাজসাঃ**—রাজসিক ব্যক্তিরা; **প্রেতান্**—প্রেতাত্মাদের; **ভূতগণান্**—ভূতদের; **চ**—এবং; **অন্যে**—অন্যেরা; **যজন্তে**—পূজা করে; **তামসাঃ**—তামসিক; **জনাঃ**—ব্যক্তিরা।

গীতার গান

সাত্ত্বিকী যে শ্রদ্ধা সেই পূজে দেবতারে ।
রাজসী যে শ্রদ্ধা পূজে যক্ষ রাক্ষসেরে ॥

তামসী যে শ্রদ্ধা তাহে ভূতপ্রেত পূজে ।
যার যেই শ্রদ্ধা হয় সেই তথা ভজে ॥

অনুবাদ

সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা দেবতাদের পূজা করে, রাজসিক ব্যক্তিরা যক্ষ ও রাক্ষসদের পূজা করে এবং তামসিক ব্যক্তিরা ভূত ও প্রেতাত্মাদের পূজা করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বিভিন্ন ধরনের উপাসকদের বহিরঙ্গা কর্মধারা অনুসারে তাদের বর্ণনা দিচ্ছেন। শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে পরম পুরুষোত্তম ভগবানই হচ্ছেন একমাত্র উপাস্য, কিন্তু যারা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত নয় অথবা শ্রদ্ধাবান নয়, তারা তাদের জড়া প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ গুণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উপাসনা করে থাকে। যারা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, তারা সাধারণত দেব-দেবীদের পূজা করে। এই সমস্ত দেব-দেবীরা হচ্ছেন ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য আদি। এই রকম অনেক দেব-দেবী আছেন। যারা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত তারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন বিশেষ দেবতার পূজা করে। তেমনই, যারা রজোগুণে অধিষ্ঠিত তারা যক্ষ, রাক্ষস আদির পূজা করে। আমাদের মনে আছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় কোন এক ব্যক্তি হিটলারের পূজা করতে শুরু করে, কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কল্যাণে সে কালোবাজারী করে অনেক অর্থ উপার্জন করতে পেরেছিল। তেমনই যারা রজ বা তমোগুণে আচ্ছন্ন, তারা সাধারণত কোন শক্তিশালী মানুষকে ভগবান বলে নির্ধারণ করে। তারা মনে করে, যে-কোন জনকেই ভগবান বলে পূজা করা যায় এবং তাতে একই রকম ফল লাভ করা যায়।

এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যারা রাজসিক তারা এই ধরনের ভগবান তৈরি করে তাদের পূজা করে এবং যারা তামসিক, তারা ভূত-প্রেত আদির পূজা করে। কিছু লোককে কোন মৃতলোকের সমাধিতে গিয়ে পূজা করতে দেখা যায়। যৌন আচারগুলিকেও তামসিক আচার বলে গণ্য করা হয়। তেমনই, ভারতের অজ পাড়াগাঁয়ে ভূত-প্রেতের পূজার প্রচলন দেখা যায়। ভারতবর্ষে আমরা দেখেছি যে, নিম্ন স্তরের লোকেরা যদি জানতে পারে যে, জঙ্গলে কোন গাছে ভূত আছে, তা হলে তারা নানা রকম নৈবেদ্য অর্পণ করে সেই গাছের পূজা করে।

এই রকম যে সমস্ত পূজা তা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের আরাধনা নয়। ভগবৎ উপাসনা হচ্ছে তাঁদের জন্য, যাঁরা গুণাতীত শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৪/৩/২৩) বলা হয়েছে, *সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্*—"কোন মানুষ যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হন, তিনি তখন বাসুদেবের আরাধনা করেন।" এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, যারা জড় জগতের সমস্ত গুণ থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তারাই কেবল পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতে পারেন।

নির্বিশেষবাদীরাও সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত বলে মনে করা হয় এবং তারা পাঁচ রকমের দেব-দেবীর উপাসনা করে। তারা জড় জগতে নির্বিশেষ বিষ্ণুরূপ বা মনোধর্ম-প্রসূত বিষ্ণুতত্ত্বের উপাসনা করে। বিষ্ণু হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের স্বাংশ-প্রকাশ, কিন্তু নির্বিশেষবাদীরা যেহেতু পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে বিশ্বাস করে না, তাই তারা কল্পনা করে যে, বিষ্ণুরূপও নির্বিশেষ ব্রহ্মের একটি রূপ মাত্র। তেমনই, তারা মনে করে যে, ব্রহ্মাও হচ্ছেন রজোগুণের নির্বিশেষ প্রকাশ মাত্র। এভাবেই তারা পাঁচ জন উপাস্য দেব-দেবীর কথা বর্ণনা করে থাকে। কিন্তু যেহেতু তারা মনে করে যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্ম, তাই পরিণামে তারা সব উপাস্য বস্তুকে পরিত্যাগ করে। সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের বৈশিষ্ট্যগুলি গুণাতীত ব্যক্তির সান্নিধ্যের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হতে পারে।

শ্লোক ৫-৬

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥
কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥

অশাস্ত্রবিহিতম্—শাস্ত্রবিরুদ্ধ; **ঘোরম্**—অপরের পক্ষে ক্ষতিকর; **তপ্যন্তে**—তপশ্চর্যা অনুষ্ঠান করে; **যে**—যারা; **তপঃ**—তপস্যা; **জনাঃ**—ব্যক্তিগণ; **দম্ভ**—দম্ভ; **অহঙ্কার**—অহঙ্কার; **সংযুক্তাঃ**—যুক্ত; **কাম**—কাম; **রাগ**—আসক্তি; **বল**—বল; **অন্বিতাঃ**—বিশিষ্ট; **কর্ষয়ন্তঃ**—ক্লেশ প্রদান করে; **শরীরস্থম্**—শরীরস্থ; **ভূতগ্রামম্**—ভূতসমূহকে; **অচেতসঃ**—অবিবেকী; **মাম্**—আমাকে; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **অন্তঃ**—অন্তরে; **শরীরস্থম্**—দেহস্থিত; **তান্**—তাদের; **বিদ্ধি**—জানবে; **আসুর**—আসুরিক; **নিশ্চয়ান্**—নিশ্চিতভাবে।

গীতার গান

শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করি যে তপস্যা করে ।
দম্ভ দর্প কাম রাগ যুক্ত অহঙ্কারে ॥
বৃথা উপবাস করে ক্লেশ সহিবারে ।
শরীরেতে ভূতগণে মূর্খ কর্শিবারে ॥
আমাকেও অন্তর্যামী শরীর ভিতরে ।
আসুরিক জান সেই তার ব্যবহারে ॥

অনুবাদ

দম্ভ ও অহঙ্কারযুক্ত এবং কামনা ও আসক্তির প্রভাবে বলান্বিত হয়ে যে সমস্ত অবিবেকী ব্যক্তি তাদের দেহস্থ ভূতসমূহকে এবং অন্তরস্থ পরমাত্মাকে ক্লেশ প্রদান করে শাস্ত্রবিরুদ্ধ ঘোর তপস্যার অনুষ্ঠান করে, তাদেরকে নিশ্চিতভাবে আসুরিক বলে জানবে।

তাৎপর্য

কিছু মানুষ আছে যারা নানা রকম তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন উদ্ভাবন করে, যা শাস্ত্রবিধানে উল্লেখ নেই। যেমন, কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনশন করা। এই ধরনের অনশন করার কথা শাস্ত্রে বলা হয়নি। শাস্ত্রের নির্দেশ হচ্ছে কেবলমাত্র পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্যই অনশন করা উচিত। কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তা করা উচিত নয়। এই ধরনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যারা তপশ্চর্যা করে, *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, তারা অবশ্যই আসুরিক ভাবাপন্ন। তাদের কার্যকলাপ শাস্ত্রবিধির বিরোধী এবং তার ফলে জনসাধারণের কোন মঙ্গল হয় না। প্রকৃতপক্ষে, তারা গর্ব, অহঙ্কার, কাম ও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত হয়ে ঐ সমস্ত কর্ম করে। এই ধরনের কাজকর্মের ফলে যে সমস্ত জড় উপাদান দিয়ে দেহ তৈরি হয়েছে তা-ই যে কেবল বিক্ষুব্ধ হয় তা নয়, পরম পুরুষোত্তম ভগবান যিনি এই শরীরে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তিনিও ক্ষুব্ধ হন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই ধরনের অবিধিপূর্বক অনশন বা তপস্যা অপরের কাছেও একটি উৎপাত-স্বরূপ। এই রকম তপশ্চর্যার নির্দেশ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়নি। আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা মনে করতে পারে যে, এই উপায় অবলম্বন করে তারা তাদের শত্রুকে অথবা অন্য দলকে তাদের ইচ্ছা

অনুসারে কর্ম করতে বাধ্য করাতে পারে, কিন্তু এই ধরনের অনশনের ফলে অনেক সময় তাদের মৃত্যু ঘটে। পরম পুরুষোত্তম ভগবান এই ধরনের কাজ অনুমোদন করেননি এবং তিনি বলেছেন যে, যারা এই ধরনের কাজে প্রবৃত্ত হয়, তারা অসুর। এই ধরনের বিক্ষোভ প্রদর্শন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতিও অসম্মানসূচক, কারণ বৈদিক শাস্ত্রের অনুশাসন আদি অমান্য করে তা করা হয়। *অচেতসঃ* কথাটি এই সম্পর্কে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সুস্থ স্বাভাবিক মনোভাবাপন্ন মানুষেরা অবশ্যই শাস্ত্রের অনুশাসনগুলি পালন করে চলেন। যারা তেমন মনোভাবাপন্ন নয়, তারা শাস্ত্রের নির্দেশ অবহেলা করে তাদের নিজেদের মনগড়া তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনের পন্থা উদ্ভাবন করে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষের যে পরিণতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা সব সময় মনে রাখা উচিত। ভগবান তাদের আসুরিক যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য করেন। তার ফলে তারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্কের কথা জানতে না পেরে, জন্ম-জন্মান্তরে আসুরিক জীবন যাপন করতে থাকবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই ধরনের মানুষেরা যদি সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করতে পারে, যিনি তাদের বৈদিক জ্ঞানের পথ প্রদর্শন করেন, তা হলেই তারা এই বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অবশেষে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।

শ্লোক ৭

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥

আহারঃ—আহার; **তু**—অবশ্যই; **অপি**—ও; **সর্বস্য**—সকলের; **ত্রিবিধঃ**—তিন প্রকার; **ভবতি**—হয়; **প্রিয়ঃ**—প্রীতিকর; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ; **তপঃ**—তপস্যা; **তথা**—তেমনই; **দানম্**—দান; **তেষাম্**—তাদের; **ভেদম্**—প্রভেদ; **ইমম্**—এই; **শৃণু**—শ্রবণ কর।

গীতার গান

আহারও ত্রিবিধ সে যথাযথ প্রিয় ।
সাত্ত্বিকী, রাজসী আর তামসী যে হেয় ॥
যজ্ঞ, জপ, তপ, দান সেও সে ত্রিবিধ ।
যার যেবা ভেদ গুণ ভিন্ন বহুবিধ ॥

অনুবাদ

সকল মানুষের আহারও তিন প্রকার প্রীতিকর হয়ে থাকে। তেমনই যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানও ত্রিবিধ। এখন তাদের এই প্রভেদ শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির গুণের বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে আহার, যজ্ঞ অনুষ্ঠান, তপশ্চর্যা ও দান বিভিন্নভাবে সাধিত হয়। এই সমস্ত একই পর্যায়েই অনুষ্ঠিত হয় না। যাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারেন যে, জড় জগতের কোন্ গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোন্ কর্ম সাধিত হয়েছে, তাঁরাই হচ্ছেন যথার্থ জ্ঞানী। যারা মনে করে, সব রকমের যজ্ঞ, খাদ্য অথবা দান সমপর্যায়ভুক্ত, তাদের পার্থক্য নিরূপণ করবার ক্ষমতা নেই, তারা মূর্খ। কিছু ধর্ম-প্রচারক এখন প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, মানুষ নিজের ইচ্ছামতো যা ইচ্ছা তাই করে যেতে পারে এবং এই ধরনের যথেচ্ছাচার করার ফলেই তাদের পরমার্থ সাধিত হবে। কিন্তু এই ধরনের মূর্খ প্রচারকেরা বৈদিক শাস্ত্র-নির্দেশের অনুসরণ করছে না। তারা নিজেদের মনগড়া পন্থা তৈরি করে জনসাধারণকে বিপথগামী করছে।

শ্লোক ৮

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥

আয়ুঃ—আয়ু; সত্ত্ব—অস্তিত্ব; বল—বল; আরোগ্য—আরোগ্য; সুখ—সুখ; প্রীতি—প্রীতি; বিবর্ধনাঃ—বর্ধনকারী; রস্যাঃ—রসযুক্ত; স্নিগ্ধাঃ—স্নিগ্ধ, স্থিরাঃ—স্থায়ী; হৃদ্যাঃ—মনোরম; আহারাঃ—আহার্য; সাত্ত্বিক—সাত্ত্বিক লোকদের; প্রিয়াঃ—প্রিয়।

গীতার গান

আয়ু সত্ত্ব বলারোগ্য সুখ প্রীতি বাড়ে ।
রস্য স্নিগ্ধ স্থির হৃদ্য সাত্ত্বিক আহারে ॥

অনুবাদ

যে সমস্ত আহার আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বর্ধনকারী এবং রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, স্থায়ী ও মনোরম, সেগুলি সাত্ত্বিক লোকদের প্রিয়।

শ্লোক ৯

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

কটু—তিক্ত; **অম্ল**—টক; **লবণ**—লবণাক্ত; **অত্যুষ্ণ**—অতি উষ্ণ; **তীক্ষ্ণ**—তীক্ষ্ণ; **রুক্ষ**—শুষ্ক; **বিদাহিনঃ**—প্রদাহকর; **আহারাঃ**—আহার; **রাজসস্য**—রাজসিক ব্যক্তিদের; **ইষ্টাঃ**—প্রিয়; **দুঃখ**—দুঃখ; **শোক**—শোক; **আময়প্রদাঃ**—রোগপ্রদ।

গীতার গান

কটু অম্ল লবণাক্ত অতি উষ্ণ যেই ।
জ্বালা পোড়া আময়ী রাজসিক সেই ॥

অনুবাদ

যে সমস্ত আহার অতি তিক্ত, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি শুষ্ক, অতি প্রদাহকর এবং দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ, সেগুলি রাজসিক ব্যক্তিদের প্রিয়।

শ্লোক ১০

যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতং চ যৎ ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

যাতযামম্—আহারের তিন ঘণ্টা আগে রান্না করা খাদ্য; **গতরসম্**—রসহীন; **পূতি**—দুর্গন্ধযুক্ত; **পর্যুষিতম্**—বাসী; **চ**—ও; **যৎ**—যা; **উচ্ছিষ্টম্**—অন্যের উচ্ছিষ্ট; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **অমেধ্যম্**—অমেধ্য দ্রব্য; **ভোজনম্**—আহার; **তামস**—তামসিক লোকদের; **প্রিয়ম্**—প্রিয়।

গীতার গান

বাসী শৈত্য গতরস পচা বা দুর্গন্ধ ।
উচ্ছিষ্ট অমেধ্য যেই খাদ্য তমসান্ধ ॥

অনুবাদ

আহারের এক প্রহরের অধিক পূর্বে রান্না করা খাদ্য, যা নীরস, দুর্গন্ধযুক্ত, বাসী এবং অপরের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ও অমেধ্য দ্রব্য, সেই সমস্ত তামসিক লোকদের প্রিয়।

তাৎপর্য

খাদ্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়ু বর্ধন করা, মনকে পবিত্র করা এবং শরীরের শক্তি দান করা। সেটিই হচ্ছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য। পুরাকালে মুনি-ঋষিরা বলদায়ক, আয়ুবর্ধক সমস্ত খাদ্যদ্রব্য নির্বাচন করে গেছেন, যেমন দুগ্ধজাত খাদ্য, শর্করা, অন্ন, গম, ফল ও শাক-সবজি। যারা সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন, তাদের কাছে এই ধরনের খাদ্য অত্যন্ত প্রিয়। অন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য, যেমন ভুট্টার খই ও গুড় খুব একটা সুস্বাদু নয়, কিন্তু দুধ বা অন্য কোন খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার ফলে সেগুলি খুব সুস্বাদু হয়ে ওঠে। তখন সেগুলি সাত্ত্বিক আহারে পরিণত হয়। এই সমস্ত খাদ্যগুলি স্বাভাবিকভাবেই পবিত্র। এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য মদ্য, মাংস আদি অস্পৃশ্য বস্তু থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। অষ্টম শ্লোকে যে স্নিগ্ধ বা স্নেহজাতীয় খাদ্যের বর্ণনা করা হয়েছে, তার সঙ্গে হত্যা করা পশুর চর্বির কোন সম্পর্ক নেই। সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে আশ্চর্যজনক যে খাদ্য দুধ, তাতে যথেষ্ট পরিমাণে স্নেহ পদার্থ আছে। দুধ, মাখন, ছানা এবং এই জাতীয় পদার্থে যে পরিমাণ স্নেহ পদার্থ পাওয়া যায়, তাতে আর নিরীহ পশু হত্যা করার কোন প্রয়োজন থাকে না। শুধুমাত্র পাশবিক মনোবৃত্তির ফলেই এই সমস্ত পশু হত্যা হয়ে চলেছে। সভ্য উপায়ে স্নেহ পদার্থ পাওয়ার পন্থা হচ্ছে দুধ। নরপশুরাই কেবল পশু হত্যা করে থাকে। ছোলা, মটর, গম আদিতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন বা অন্নসার পাওয়া যায়।

রাজসিক খাদ্য হচ্ছে সেই সমস্ত খাদ্য, যা তিক্ত, অত্যন্ত লবণাক্ত বা অতি উষ্ণ অথবা অতিরিক্ত শুকনো লঙ্কা মিশ্রিত, যার ফলে উদরে কফ উৎপন্ন হয়ে শ্লেষ্মা প্রদান করে এবং অবশেষে রোগ দেখা দেয়। আর তামসিক আহার হচ্ছে সেগুলি, যা টাটকা নয়। যে খাদ্য আহার করার কম করে তিন ঘণ্টা আগে রান্না করা হয়েছে (ভগবৎ প্রসাদ ব্যতীত) তা তামসিক আহার বলে গণ্য করা হয়। যেহেতু তা পচতে শুরু করেছে, তাই এই সমস্ত খাদ্য দুর্গন্ধযুক্ত। সেগুলি তমোগুণ-সম্পন্ন মানুষকে আকৃষ্ট করে, কিন্তু সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন মানুষেরা তা সহ্য করতে পারে না।

উচ্ছিষ্ট খাদ্য তখনই গ্রহণ করা উচিত যদি তা পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদিত

হয় অথবা তা যদি সাধু মহাত্মার, বিশেষ করে গুরুদেবের উচ্ছিষ্ট হয়। তা না হলে উচ্ছিষ্ট খাদ্য তামসিক বলে গণ্য করা হয় এবং তার ফলে রোগ সংক্রামিত হয়। এই ধরনের খাদ্য তামসিক লোকদের কাছে যদিও খুব সুস্বাদু বলে মনে হয়, কিন্তু সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন মানুষেরা এই ধরনের খাদ্য পছন্দ করেন না, এমন কি স্পর্শ পর্যন্ত করেন না। শ্রেষ্ঠ খাদ্য হচ্ছে সেই খাদ্য, যা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে নিবেদন করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, শাক-সবজি, ময়দা, দুগ্ধ আদি থেকে প্রস্তুত আহার্য যখন ভক্তি সহকারে তাঁকে নিবেদন করা হয়, তিনি তখন তা গ্রহণ করেন। *পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্*। অবশ্য, ভক্তি ও প্রেম হচ্ছে মুখ্য বস্তু, যা পরম পুরুষোত্তম ভগবান গ্রহণ করেন। কিন্তু এটিরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশেষ বিশেষ বস্তু দিয়ে বিশেষভাবে প্রসাদ তৈরি করতে হয়। শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে প্রস্তুত এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ বহু বহু দিন পূর্বে প্রস্তুত হলেও তা গ্রহণ করা যেতে পারে। কারণ ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত খাদ্য চিন্ময়। তাই সব মানুষের জন্য খাদ্যদ্রব্য জীবাণুমুক্ত, আহার্য ও সুস্বাদু করে তুলতে হলে, সেগুলি পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে নিবেদন করা উচিত।

শ্লোক ১১

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে ।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ—ফলের আকাঙ্ক্ষা রহিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ; **বিধিদিষ্টঃ**—শাস্ত্রের বিধি অনুসারে; **যঃ**—যে; **ইজ্যতে**—অনুষ্ঠিত হয়; **যষ্টব্যম্**—অনুষ্ঠান করা কর্তব্য; **এব**—অবশ্যই; **ইতি**—এভাবেই; **মনঃ**—মনকে; **সমাধায়**—একাগ্র করে; **সঃ**—তা; **সাত্ত্বিকঃ**—সাত্ত্বিক।

গীতার গান

অফলাকাঙ্ক্ষী যে যজ্ঞ বিধিমত হয় ।
কর্তব্য যে মনে করে সাত্ত্বিকী সে কয় ॥

অনুবাদ

ফলের আকাঙ্ক্ষা রহিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক শাস্ত্রের বিধি অনুসারে, অনুষ্ঠান করা কর্তব্য এভাবেই মনকে একাগ্র করে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তা সাত্ত্বিক যজ্ঞ।

তাৎপর্য

সাধারণত মানুষ কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে, কোনও রকম ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত। কর্তব্যবোধে আমাদের যজ্ঞ করা উচিত। মন্দির ও গির্জাগুলিতে যেভাবে সমস্ত আচার অনুষ্ঠান করা হয়, তা সাধারণত অনুষ্ঠিত হয় জড়-জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তা সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন নয়। কর্তব্যবোধে মানুষের মন্দিরে বা গির্জায় যাওয়া উচিত এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা, পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করা ও নৈবেদ্য নিবেদন করা উচিত। সকলেই মনে করে যে, কেবল ভগবানের আরতি করার জন্য মন্দিরে গিয়ে কোন লাভ নেই। কিন্তু অর্থ লাভের জন্য ভগবানের উপাসনার কথা শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়নি। ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার জন্যই সেখানে যাওয়া উচিত। তার ফলে মানুষ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়। প্রতিটি সভ্য মানুষের কর্তব্য হচ্ছে শাস্ত্রের নির্দেশ পালন করা এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা।

শ্লোক ১২

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥

অভিসন্ধায়—কামনা করে; **তু**—কিন্তু; **ফলম্**—ফল; **দম্ভ**—দম্ভ; **অর্থম্**—প্রকাশের জন্য; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **এব**—অবশ্যই; **যৎ**—যে যজ্ঞ; **ইজ্যতে**—অনুষ্ঠিত হয়; **ভরতশ্রেষ্ঠ**—হে ভরতশ্রেষ্ঠ; **তম্**—তাকে; **যজ্ঞম্**—যজ্ঞ; **বিদ্ধি**—জানবে; **রাজসম্**—রাজসিক।

গীতার গান

মূলে অভিসন্ধি যার আকাঙ্ক্ষা ফলেতে ।
রাজসিক যজ্ঞ হয় দম্ভের সহিতে ॥

অনুবাদ

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কিন্তু ফল কামনা করে দম্ভ প্রকাশের জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাকে রাজসিক যজ্ঞ বলে জানবে।

তাৎপর্য

কখনও কখনও স্বর্গলোক প্রাপ্তির জন্য অথবা কোন জাগতিক লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে যজ্ঞ ও বৈদিক আচার অনুষ্ঠান করা হয়। এই ধরনের যজ্ঞ বা আচার অনুষ্ঠান রাজসিক বলে গণ্য করা হয়।

শ্লোক ১৩

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্ ।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥

বিধিহীনম্—শাস্ত্রবিধি বর্জিত; **অসৃষ্টান্নম্**—প্রসাদান্ন বিতরণবিহীন; **মন্ত্রহীনম্**—বৈদিক মন্ত্রহীন; **অদক্ষিণম্**—দক্ষিণা রহিত; **শ্রদ্ধাবিরহিতম্**—শ্রদ্ধাহীন; **যজ্ঞম্**—যজ্ঞকে; **তামসম্**—তামসিক; **পরিচক্ষতে**—বলা হয়।

গীতার গান

বিধি অন্নহীন নাই মন্ত্র বা দক্ষিণা ।
শ্রদ্ধাহীন যজ্ঞ সেই তমসা আচ্ছন্না ॥

অনুবাদ

শাস্ত্রবিধি বর্জিত, প্রসাদান্ন বিতরণহীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাবিহীন ও শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞকে তামসিক যজ্ঞ বলা হয়।

তাৎপর্য

তমোগুণে শ্রদ্ধা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে অশ্রদ্ধা। কখনও কখনও মানুষ টাকা-পয়সা লাভের আশায় কোন কোন দেব-দেবীর পূজা করে থাকে এবং তারপর শাস্ত্র-নির্দেশের সম্পূর্ণ অবহেলা করে নানা রকম আমোদ-প্রমোদে সমস্ত অর্থ ব্যয় করে। এই ধরনের আড়ম্বরপূর্ণ লোকদেখানো ধর্ম অনুষ্ঠানকে কৃত্রিম বলে অভিহিত করা হয়। এই সমস্তই হচ্ছে তামসিক। তার ফলে আসুরিক মনোভাবের উদয় হয় এবং মানব-সমাজের তাতে কোন মঙ্গল সাধিত হয় না।

শ্লোক ১৪

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্ ।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

দেব—পরমেশ্বর ভগবান; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণ; **গুরু**—গুরু; **প্রাজ্ঞ**—পূজনীয় ব্যক্তিগণের; **পূজনম্**—পূজা; **শৌচম্**—শৌচ; **আর্জবম্**—সরলতা; **ব্রহ্মচর্যম্**—ব্রহ্মচর্য; **অহিংসা**—অহিংসা; **চ**—ও; **শারীরম্**—কায়িক; **তপঃ**—তপস্যা; **উচ্যতে**—বলা হয়।

গীতার গান

দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ যে সব পূজন ।
শৌচ সরলতা ব্রহ্মচর্যের পালন ॥
সেই সব সিদ্ধ হয় শরীর তপস্যা ।
অনুদ্বেগকর বাক্য কিংবা প্রিয় পোষ্য ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজা এবং শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা—এগুলিকে কায়িক তপস্যা বলা হয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান এখানে বিভিন্ন ধরনের তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনের ব্যাখ্যা করছেন। প্রথমে তিনি কায়িক তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনের কথা বলেছেন। পরমেশ্বর ভগবানকে, দেব-দেবীকে, সিদ্ধ পুরুষকে, সদ্ব্রাহ্মণকে, সদ্গুরুকে এবং পিতা-মাতা আদি গুরুজনদেরকে অথবা যাঁরা বৈদিক জ্ঞান সম্বন্ধে অবগত, তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধা করা উচিত অথবা তাদের শ্রদ্ধা করার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এদের সকলকে যথাযথ সম্মান দেওয়া উচিত। বাইরে ও অন্তরে নিজেকে পরিষ্কার রাখার অনুশীলন করা উচিত এবং আচার ব্যবহারে সহজ সরল হতে শেখা উচিত। শাস্ত্রে যা অনুমোদন করা হয়নি, তা কখনই করা উচিত নয়। কখনই অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করা উচিত নয়। কেবলমাত্র বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীসঙ্গ করার নির্দেশ শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আর কোন মতেই নয়। একে বলা হয় ব্রহ্মচর্য। এগুলি হচ্ছে দেহের তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন।

শ্লোক ১৫

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

অনুদ্বেগকরম্—অনুদ্বেগকর; **বাক্যম্**—বাক্য; **সত্যম্**—সত্য; **প্রিয়**—প্রিয়; **হিতম্**—হিতকর; **চ**—ও; **যৎ**—যা; **স্বাধ্যায়**—বেদ পাঠের; **অভ্যসনম্**—অভ্যাস; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **বাঙ্ময়ম্**—বাচিক; **তপঃ**—তপস্যা; **উচ্যতে**—বলা হয়।

গীতার গান

স্বাধ্যায় অভ্যাস যত বেদ উচ্চারণ ।
বাঙ্ময় তপস্যা সে শাস্ত্রের বচন ॥

অনুবাদ

অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় অথচ হিতকর বাক্য এবং বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করাকে বাচিক তপস্যা বলা হয়।

তাৎপর্য

এমনভাবে কোন কথা বলা উচিত নয়, যার ফলে অন্যদের মন উত্তেজিত হতে পারে। তবে, শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের শিক্ষা দান করবার জন্য সত্য কথা বলতে পারেন, কিন্তু তা যদি অন্যদের, যারা তাঁর শিষ্য নয়, তাদের উত্তেজিত করে তোলে, তা হলে সেখানে তাঁর কথা বলা উচিত নয়। এটিই হচ্ছে বাচোবেগ দমন করার তপশ্চর্যা। এ ছাড়া অর্থহীন প্রজল্প করা উচিত নয়। ভক্তমণ্ডলীতে যখন কথা বলা হয়, তখন তা যেন শাস্ত্র-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। যা বলা হয় তার যথার্থতা প্রতিপন্ন করার জন্য তৎক্ষণাৎ শাস্ত্র-প্রমাণের উল্লেখ করা উচিত। সেই সঙ্গে, ঐ ধরনের আলোচনা অন্যের কাছে শ্রুতিমধুর হওয়া উচিত। তবেই এই ধরনের আলোচনার মাধ্যমে পরম মঙ্গল লাভ হতে পারে এবং মানব-সমাজের উন্নতি সাধিত হতে পারে। বৈদিক সাহিত্যের অনন্ত ভাণ্ডার রয়েছে এবং সেগুলি পাঠ করা উচিত। একেই বলা হয় বাচোবেগের তপশ্চর্যা।

শ্লোক ১৬

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

মনঃপ্রসাদঃ—চিত্তের প্রসন্নতা; **সৌম্যত্বম্**—সরলতা; **মৌনম্**—মৌন; **আত্মবিনিগ্রহঃ**—মনঃসংযম; **ভাবসংশুদ্ধিঃ**—ব্যবহারে নিষ্কপটতা; **ইতি এতৎ**—এগুলিকে; **তপঃ**—তপস্যা; **মানসম্**—মানসিক; **উচ্যতে**—বলা হয়।

গীতার গান

চিত্তের প্রসন্নতা যে আর সরলতা ।
আত্মনিগ্রহাদি মৌন ভাব প্রবণতা ॥
সেই সব মানসিক তপ নামে খ্যাত ।
উপরোক্ত সব তপ ত্রিগুণ প্রখ্যাত ॥

অনুবাদ

চিত্তের প্রসন্নতা, সরলতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ব্যবহারে নিষ্কপটতা—এগুলিকে মানসিক তপস্যা বলা হয়।

তাৎপর্য

মানসিক তপশ্চর্যা হচ্ছে সব রকমের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ইচ্ছা থেকে মনকে মুক্ত করা। মনকে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে সে সর্বক্ষণ মানুষের কি করে মঙ্গল হবে, সেই চিন্তায় মগ্ন থাকে। মনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হচ্ছে চিন্তায় গাম্ভীর্য। কৃষ্ণভক্তি থেকে কখনই বিচ্যুত হওয়া উচিত নয় এবং সর্বদাই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ পরিত্যাগ করা উচিত। স্বভাবকে নির্মল করে গড়ে তোলার উপায় হচ্ছে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া। মনের সন্তোষ তখনই লাভ করা যায়, যখন মনকে সমস্ত ইন্দ্রিয় উপভোগের চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়। আমরা যতই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চিন্তা করি, মন ততই অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। বর্তমান যুগে আমরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য নানা রকম পন্থায় মনকে অনর্থক নিযুক্ত করছি এবং তাই মানসিক শান্তির কোন সম্ভাবনা নেই। মানসিক শান্তি লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে *মহাভারত* ও *পুরাণ* আদি বৈদিক শাস্ত্রে মনকে নিবদ্ধ করা, যা নানা রকম মনোমুগ্ধকর আনন্দদায়ক কাহিনীতে পরিপূর্ণ। এই জ্ঞানের সহায়তা লাভ করে মানুষ পবিত্র হতে পারে। মন যেন সব রকমের কপটতা থেকে মুক্ত থাকে এবং আমাদের উচিত সকলের মঙ্গল কামনা করা। মৌনতা মানে হচ্ছে সর্বক্ষণ আত্মজ্ঞান লাভের চিন্তায় মগ্ন থাকা। এই অর্থে কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত হচ্ছেন যথার্থ মৌন। আত্মনিগ্রহের অর্থ হচ্ছে মনকে সব রকমের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা থেকে মুক্ত রাখা। আমাদের অকপট ব্যবহার করা উচিত, তার ফলে আমাদের অস্তিত্ব শুদ্ধ হয়। এই সমস্ত গুণাবলী হচ্ছে মানসিক তপশ্চর্যা।

শ্লোক ১৭

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥

শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধা সহকারে; **পরয়া**—পরম; **তপ্তম্**—অনুষ্ঠিত; **তপঃ**—তপস্যা; **তৎ**—তা; **ত্রিবিধম্**—ত্রিবিধ; **নরৈঃ**—মানুষের দ্বারা; **অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ**—ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত; **যুক্তৈঃ**—যুক্ত; **সাত্ত্বিকম্**—সাত্ত্বিক; **পরিচক্ষতে**—বলা হয়।

গীতার গান

ত্রিবিধ তপস্যা যদি পরাশ্রদ্ধাযুক্ত ।
ফলাকাঙ্ক্ষা যদি নহে সাত্ত্বিকী সে উক্ত ॥

অনুবাদ

ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত মানুষের দ্বারা পরম শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত ত্রিবিধ তপস্যাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলা হয়।

শ্লোক ১৮

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥

সৎকার—শ্রদ্ধা; **মান**—সম্মান; **পূজার্থম্**—পূজা লাভের আশায়; **তপঃ**—তপস্যা; **দম্ভেন**—দম্ভ সহকারে; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **যৎ**—যে; **ক্রিয়তে**—অনুষ্ঠিত হয়; **তৎ**—তাকে; **ইহ**—এই জগতে; **প্রোক্তম্**—বলা হয়; **রাজসম্**—রাজসিক; **চলম্**—অনিত্য; **অধ্রুবম্**—অনিশ্চিত।

গীতার গান

লাভ পূজা সম্মানের জন্য দম্ভের সহিত ।
যে তপস্যা সাধে লোক তাহা রাজসিক ॥
সে তপস্যার যে ফল তাহা অনিশ্চিত ।
অন্তবৎ তার ফল হয় শাস্ত্রেতে বিদিত ॥

অনুবাদ

শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা লাভের আশায় দম্ভ সহকারে যে তপস্যা করা হয়, তাকেই এই জগতে অনিত্য ও অনিশ্চিত রাজসিক তপস্যা বলা হয়।

তাৎপর্য

অনেক সময় তপশ্চর্যার আচরণ করা হয় মানুষকে আকৃষ্ট করবার জন্য এবং অন্যের কাছ থেকে সম্মান, শ্রদ্ধা ও পূজা লাভের জন্য। রাজসিক মানুষেরা তাদের অধস্তনদের কাছ থেকে পূজা আদায়ের বন্দোবস্ত করে, তাদের দিয়ে পা ধোয়ায় এবং সম্পদ দান করতে বাধ্য করায়। তপশ্চর্যার আচরণের দ্বারা এই ধরনের কৃত্রিম শ্রদ্ধাঞ্জলির ব্যবস্থা রাজসিক এবং তার ফল ক্ষণস্থায়ী। তা কিছু দিনের জন্য কেবল থাকে, কিন্তু স্থায়ী হয় না।

শ্লোক ১৯

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥

মূঢ়—মূঢ়; **গ্রাহেণ**—আগ্রহের দ্বারা; **আত্মনঃ**—নিজের; **যৎ**—যে; **পীড়য়া**—পীড়ার দ্বারা; **ক্রিয়তে**—অনুষ্ঠিত হয়; **তপঃ**—তপস্যা; **পরস্য**—অপরের; **উৎসাদনার্থম্**—বিনাশের জন্য; **বা**—অথবা; **তৎ**—তাকে; **তামসম্**—তামসিক; **উদাহৃতম্**—বলা হয়।

গীতার গান

মূঢ়বুদ্ধি যারা তপে আত্মপীড়া দেয় ।
অপরের বিনাশার্থ যে তপস্যা করয় ॥
তামসী সে সব যত তপস্যা বহুল ।
অলীক তাহার নাম নহে শাস্ত্র অনুকূল ॥

অনুবাদ

মূঢ়োচিত আগ্রহের দ্বারা নিজেকে পীড়া দিয়ে অথবা অপরের বিনাশের জন্য যে তপস্যা করা হয়, তাকে তামসিক তপস্যা বলা হয়।

তাৎপর্য

নির্বোধ তপশ্চর্যার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন হিরণ্যকশিপু, যে অমরত্ব লাভ করে দেবতাদের হত্যা করবার জন্য তপস্যা করেছিল। সে ব্রহ্মার কাছে এই সব প্রার্থনা করে, কিন্তু পরিণামে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের হাতে সে নিহত হয়। অসম্ভব কোন কিছু লাভের আশায় যে তপস্যা করা হয়, তা অবশ্যই তামসিক।

শ্লোক ২০

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে ।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥

দাতব্যম্—দান করা কর্তব্য; **ইতি**—এভাবে; **যৎ**—যে; **দানম্**—দান; **দীয়তে**—দেওয়া হয়; **অনুপকারিণে**—প্রত্যুপকারের আশা না করে; **দেশে**—উপযুক্ত স্থানে; **কালে**—উপযুক্ত কালে; **চ**—ও; **পাত্রে**—উপযুক্ত পাত্রে; **চ**—এবং; **তৎ**—তাকে; **দানম্**—দান; **সাত্ত্বিকম্**—সাত্ত্বিক; **স্মৃতম্**—বলা হয়।

গীতার গান

কর্তব্য জানিয়া যেই দানক্রিয়া হয় ।
দেশ কাল পাত্র বুঝি দাতব্য করয় ।
অনুপকারীকে দান সে সাত্ত্বিক হয় ॥

অনুবাদ

দান করা কর্তব্য বলে মনে করে প্রত্যুপকারের আশা না করে উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত সময়ে এবং উপযুক্ত পাত্রে যে দান করা হয়, তাকে সাত্ত্বিক দান বলা হয়।

তাৎপর্য

পারমার্থিক কর্মে নিযুক্ত যে মানুষ, তাকেই দান করার নির্দেশ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। নির্বিচারে দান করার কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। পারমার্থিক উন্নতিই জীবনের পরম উদ্দেশ্য। তাই তীর্থস্থানে, চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের সময়, মাসের শেষে অথবা সদ্ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবকে অথবা মন্দিরে দান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে দান করা উচিত। কখনও কখনও অনুকম্পার

বশবর্তী হয়ে গরিবদের দান করা হয়, কিন্তু সেই গরিব লোকটি যদি দানের যোগ্য না হয়, তা হলে সেই দানের ফলে কোন পারমার্থিক উন্নতি সাধিত হয় না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, নির্বিচারে দান করার নির্দেশ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়নি।

শ্লোক ২১-২২

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে ।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

যৎ—যা; **তু**—কিন্তু; **প্রত্যুপকারার্থম্**—প্রত্যুপকারের আশায়; **ফলম্**—ফল; **উদ্দিশ্য**—কামনা করে; **বা**—অথবা; **পুনঃ**—পুনরায়; **দীয়তে**—দেওয়া হয়; **চ**—ও; **পরিক্লিষ্টম্**—অনুতাপ সহকারে; **তৎ**—সেই; **দানম্**—দানকে; **রাজসম্**—রাজসিক; **স্মৃতম্**—বলা হয়; **অদেশ**—অশুচি স্থানে; **কালে**—অশুভ সময়ে; **যৎ**—যে; **দানম্**—দান; **অপাত্রেভ্যঃ**—অনুপযুক্ত পাত্রে; **চ**—ও; **দীয়তে**—দেওয়া হয়; **অসৎকৃতম্**—অনাদরে; **অবজ্ঞাতম্**—অবজ্ঞা সহকারে; **তৎ**—তাকে; **তামসম্**—তামসিক; **উদাহৃতম্**—বলা হয়।

গীতার গান

প্রত্যুপকারের জন্য ফলানুসন্ধান ।
কিংবা দান করি হয় অনুতাপবান ॥
রাজসিক দান সেই শাস্ত্রের বিচার ।
তামসিক দান যাহা শুন এই বার ॥
অদেশকালে যে দান অপাত্রেতে হয় ।
অসৎকার অবজ্ঞা যেই তামসিক কয় ॥

অনুবাদ

যে দান প্রত্যুপকারের আশা করে অথবা ফল লাভের উদ্দেশ্যে এবং অনুতাপ সহকারে করা হয়, সেই দানকে রাজসিক বলা হয়।

অশুচি স্থানে, অশুভ সময়ে, অযোগ্য পাত্রে, অনাদরে এবং অবজ্ঞা সহকারে যে দান করা হয়, তাকে তামসিক দান বলা হয়।

তাৎপর্য

কখনও কখনও স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য দান করা হয়, কখনও আবার গভীর বিরক্তির সঙ্গে দান করা হয় এবং কখনও দান করার পরে অনুশোচনা হয় যে, "কেন আমি এভাবে এতগুলি টাকা নষ্ট করলাম।" কখনও আবার গুরুজনের অনুরোধে বাধ্য হয়ে দান করতে হয়। এই ধরনের দানগুলিকে রাজসিক বলে গণ্য করা হয়।

অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান আছে যারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে লিপ্ত প্রতিষ্ঠানদের উপহার সামগ্রী দান করে থাকে। এই ধরনের দানকে বৈদিক শাস্ত্রে অনুমোদন করা হয়নি। কেবল মাত্র সাত্ত্বিকভাবে দানের নির্দেশ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে।

নেশা করা বা জুয়াখেলার জন্য দান করতে এখানে উৎসাহিত করা হয়নি। এই ধরনের সমস্ত দান তামসিক। এই ধরনের দানের ফলে কোন লাভ হয় না। উপরন্তু পাপকর্মে লিপ্ত সমস্ত মানুষগুলি প্রশ্রয় পায়। তেমনই, কেউ যদি আবার অশ্রদ্ধার সঙ্গে এবং অবহেলা করে যোগ্য পাত্রেও দান করে, তা হলেও সেই দানকে তামসিক বলে গণ্য করা হয়।

শ্লোক ২৩

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥

ওঁ—ব্রহ্মের নির্দেশকারী প্রণব; **তৎ**—সেই; **সৎ**—নিত্য; **ইতি**—এই; **নির্দেশঃ**—নির্দেশক নাম; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মের; **ত্রিবিধঃ**—তিন প্রকার; **স্মৃতঃ**—কথিত আছে; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **তেন**—তার দ্বারা; **বেদাঃ**—বেদসমূহ; **চ**—ও; **যজ্ঞাঃ**—যজ্ঞসমূহ; **চ**—ও; **বিহিতাঃ**—বিহিত হয়েছে; **পুরা**—পুরাকালে।

গীতার গান

যজ্ঞ দান তপস্যাদি যাহা শাস্ত্রের নির্ণয় ।
ওঁ তৎসৎ সে উদ্দেশ্যে অন্য কিছু নয় ॥

সে উদ্দেশ্যে পূর্বকালে ব্রাহ্মণাদিগণ ।
যজ্ঞ দান তপ আদি করিল পালন ॥

অনুবাদ

ওঁ তৎ সৎ—এই তিন প্রকার ব্রহ্ম-নির্দেশক নাম শাস্ত্রে কথিত আছে। পুরাকালে সেই নাম দ্বারা ব্রাহ্মণগণ, বেদসমূহ ও যজ্ঞসমূহ বিহিত হয়েছে।

তাৎপর্য

পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও আহার তিনভাগে বিভক্ত—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। কিন্তু উত্তমই হোক, মধ্যমই হোক বা কনিষ্ঠই হোক, সে সবই জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত। যখন সেগুলি পরব্রহ্ম—ওঁ তৎ সৎ বা শাশ্বত পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে সাধিত হয়, তখন সেগুলি পারমার্থিক উন্নতি সাধনের উপায়-স্বরূপ হয়ে ওঠে। শাস্ত্রের নির্দেশসমূহে সেই উদ্দেশ্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। ওঁ তৎ সৎ—এই তিনটি শব্দ নির্দিষ্টভাবে পরমতত্ত্ব পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে সূচিত করে। বৈদিক মন্ত্রে সর্বদাই ওঁ শব্দটির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

যে শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে আচরণ করে না, সে কখনই পরম-তত্ত্বকে প্রাপ্ত হতে পারবে না। তার পক্ষে কোন সাময়িক ফল লাভ হতে পারে, কিন্তু তার জীবনের পরম অর্থ সাধিত হবে না। সুতরাং সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, দান, যজ্ঞ ও তপস্যা অবশ্যই সাত্ত্বিকভাবে অনুষ্ঠান করতে হবে। রাজসিক বা তামসিকভাবে সেগুলি অনুষ্ঠিত হলে তা অবশ্যই নিকৃষ্ট। ওঁ তৎ সৎ—এই তিনটি শব্দ পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নামের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়, যেমন *ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ*। যখনই কোন বৈদিক মন্ত্র বা পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নামের উচ্চারণ করা হয়, তার সঙ্গে ওঁ শব্দটি যুক্ত হয়। সেই কথা বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে। এই তিনটি শব্দ বৈদিক মন্ত্র থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। *ওঁ ইত্যেতদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম* (*ঋক্ বেদ*) প্রথম লক্ষ্যকে সূচিত করে। তারপর *তত্ত্বমসি* (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৬/৮/৭) দ্বিতীয় লক্ষ্য সূচনা করে এবং *সদেব সৌম্য* (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৬/২/১) তৃতীয় লক্ষ্যকে সূচিত করে। একত্রে তারা ওঁ তৎ সৎ। পুরাকালে প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা যখন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তখন তিনি এই তিনটি শব্দের দ্বারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে নির্দেশ করেছিলেন। অতএব গুরু-পরম্পরাতেও এই তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং, এই মন্ত্রটির বিপুল তাৎপর্য রয়েছে। তাই *ভগবদ্গীতায়* অনুমোদিত হয়েছে যে, যে-কোন কর্মই করা হোক না কেন, তা যেন ওঁ তৎ সৎ অথবা পরম পুরুষোত্তম

ভগবানের জন্য করা হয়। কেউ যখন এই তিনটি শব্দ সহকারে তপস্যা, দান ও যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তখন বুঝতে হবে তিনি কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম করছেন। কৃষ্ণভাবনা হচ্ছে বিশেষ জ্ঞান সমন্বিত অপ্রাকৃত কর্ম, যা অনুশীলন করার ফলে আমরা আমাদের নিত্য আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারি। এই রকম অপ্রাকৃত কর্মে কোন রকম শক্তি ক্ষয় হয় না।

শ্লোক ২৪

তস্মাদ্ ওঁ ইত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪ ॥

তস্মাৎ—সেই হেতু; **ওঁ**—ওঁ-কার; **ইতি**—এই শব্দ; **উদাহৃত্য**—উচ্চারণ করে; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **দান**—দান; **তপঃ**—তপস্যা; **ক্রিয়াঃ**—ক্রিয়াসমূহ; **প্রবর্তন্তে**—অনুষ্ঠিত হয়; **বিধানোক্তাঃ**—শাস্ত্রের বিধান অনুসারে; **সততম্**—সর্বদাই; **ব্রহ্মবাদিনাম্**—ব্রহ্মবাদীদের।

গীতার গান

সেজন্য ব্রাহ্মণগণ 'ওম্' উচ্চারণে ।
যজ্ঞাদি বিধান করে ব্রহ্ম আচরণে ॥

অনুবাদ

সেই হেতু ব্রহ্মবাদীদের যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ক্রিয়াসমূহ সর্বদাই ওঁ এই শব্দ উচ্চারণ করে শাস্ত্রের বিধান অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ (*ঋক্ বেদ* ১/২২/২০)। শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণ-কমল হচ্ছে পরা ভক্তির পরম আশ্রয়। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম হচ্ছে সমস্ত কর্মের সার্থকতা।

শ্লোক ২৫

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥

তৎ ইতি—'তৎ' এই শব্দ; **অনভিসন্ধায়**—আকাঙ্ক্ষা না করে; **ফলম্**—ফলের; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **তপঃ**—তপস্যা; **ক্রিয়াঃ**—ক্রিয়া; **দান**—দান; **ক্রিয়াঃ**—ক্রিয়া; **চ**—ও; **বিবিধাঃ**—নানাবিধ; **ক্রিয়ন্তে**—অনুষ্ঠিত হয়; **মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ**—মুক্তিকামীদের দ্বারা।

গীতার গান

অতএব যজ্ঞ দান তপস্যার ফল ।
অন্যাভিলাষ নহে ভক্তির কারণ ॥
মোক্ষাকাঙ্ক্ষী সেজন্য যজ্ঞ দান করে ।
সেই সে যজ্ঞাদি ফল বিদিত সংসারে ॥

অনুবাদ

মুক্তিকামীরা ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে 'তৎ' এই শব্দ উচ্চারণ-পূর্বক নানা প্রকার যজ্ঞ, তপস্যা, দান আদি কর্মের অনুষ্ঠান করেন।

তাৎপর্য

চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে হলে জড়-জাগতিক লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে কোন কর্ম করা উচিত নয়। চিন্ময় জগৎ ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়ার পরম উদ্দেশ্য নিয়ে সমস্ত কর্ম করা উচিত।

শ্লোক ২৬-২৭

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে ।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে ।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

সদ্ভাবে—ব্রহ্মের ভাব অবলম্বন করে; **সাধুভাবে**—ভক্তের ভাব অবলম্বন করে; **চ**—ও; **সৎ**—সৎ শব্দ; **ইতি**—এভাবে; **এতৎ**—এই; **প্রযুজ্যতে**—প্রযুক্ত হয়; **প্রশস্তে**—শুভ; **কর্মণি**—কর্মসমূহে; **তথা**—তেমনই; **সচ্ছব্দঃ**—'সৎ' শব্দ; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **যুজ্যতে**—ব্যবহৃত হয়; **যজ্ঞে**—যজ্ঞে; **তপসি**—তপস্যায়; **দানে**—দানে; **চ**—ও; **স্থিতিঃ**—অবস্থিতি; **সৎ**—সৎ; **ইতি**—এভাবে; **চ**—এবং; **উচ্যতে**—

উচ্চারিত হয়; **কর্ম**—কর্ম; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **তৎ**—সেই; **অর্থীয়ম্**—অর্থে; **সৎ**—সৎ; **ইতি**—এই; **এব**—অবশ্যই; **অভিধীয়তে**—অভিহিত হয়।

গীতার গান

সৎ সে শব্দের অর্থ ব্রহ্ম ব্রহ্মপর ।
সে উদ্দেশ্যে যত কর্ম সব ব্রহ্মপর ॥
যজ্ঞ দান তপ কার্য সে উদ্দেশ্যে করে ।
লৌকিক বৈদিক কর্ম ব্রহ্ম নাম ধরে ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! সৎভাবে ও সাধুভাবে 'সৎ' এই শব্দটি প্রযুক্ত হয়। তেমনই শুভ কর্মসমূহে 'সৎ' শব্দ ব্যবহৃত হয়। যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানে 'সৎ' শব্দ উচ্চারিত হয়। যেহেতু ঐ সকল কর্ম ব্রহ্মোদ্দেশক হলেই 'সৎ' শব্দে অভিহিত হয়।

তাৎপর্য

প্রশস্তে কর্মণি কথাগুলির অর্থ এই যে, বৈদিক শাস্ত্রে নানা রকম পবিত্রকারক কাজকর্ম করার নির্দেশ দেওয়া আছে, যা শৈশবে পিতামাতার তত্ত্বাবধানে থেকে শুরু করে জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত পালন করা উচিত। জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত পবিত্রকারক কর্তব্যগুলি অনুষ্ঠান করা হয়। এই সমস্ত কাজকর্মে ওঁ তৎ *সৎ* মন্ত্র উচ্চারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *সদ্ভাবে* ও *সাধুভাবে* শব্দগুলি দিব্য অবস্থাদি নির্দেশ করে। কৃষ্ণভাবনাময় কাজকর্মকে বলা হয় সত্ত্ব এবং যিনি কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন, তাঁকে বলা হয় 'সাধু'। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/২৫/২৫) বলা হয়েছে যে, সাধুসঙ্গ করার ফলে অপ্রাকৃত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে অবগত হওয়া যায়। এই সম্পর্কে *শ্রীমদ্ভাগবতে* যে কথাগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, তা হচ্ছে *সতাং প্রসঙ্গাৎ*। সাধুসঙ্গ ব্যতীত দিব্যজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। যখন দীক্ষা বা উপবীত দান করা হয়, তখন ওঁ তৎ *সৎ* শব্দগুলি উচ্চারণ করা হয়। তেমনই, সব রকম যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয় হচ্ছে পরমতত্ত্ব অর্থাৎ ওঁ তৎ *সৎ*। *তদর্থীয়ম্* শব্দটি আরও বোঝাচ্ছে, পরম-তত্ত্বের প্রতিনিধিত্ব করে এমন যে কোন কিছুর প্রতি সেবা নিবেদন, যেমন রান্না করা ও মন্দিরে সহায়তা করা অথবা ভগবানের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে অন্য যে কোন রকম কাজকর্ম। সমস্ত কর্মকে পবিত্র করে তোলার উদ্দেশ্যে ওঁ তৎ *সৎ* শব্দগুলি বহুভাবে ব্যবহৃত হয় এবং সব কিছুকে সম্যক্‌ভাবে পরিপূর্ণ করে তোলে।

শ্লোক ২৮

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

অশ্রদ্ধয়া—অশ্রদ্ধা সহকারে; **হুতম্**—হোম; **দত্তম্**—দান; **তপঃ**—তপস্যা; **তপ্তম্**—অনুষ্ঠিত; **কৃতম্**—করা হয়; **চ**—ও; **যৎ**—যা; **অসৎ**—সৎ নয়; **ইতি**—এভাবে; **উচ্যতে**—বলা হয়; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **ন**—না; **চ**—ও; **তৎ**—সে সমস্ত ক্রিয়া; **প্রেত্য**—পরলোকে; **নো**—না; **ইহ**—ইহলোকে।

গীতার গান

সে শ্রদ্ধা বিনা যাহা কর্ম কৃত হয় ।
অসৎ কর্ম তার নাম শাস্ত্রেতে নির্ণয় ॥
অসৎ কর্ম শুদ্ধ নহে ইহ পরকালে ।
শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগে সেই ফল ফলে ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! অশ্রদ্ধা সহকারে হোম, দান বা তপস্যা যা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, তাকে বলা হয় 'অসৎ'। সেই সমস্ত ক্রিয়া ইহলোকে ও পরলোকে ফলদায়ক হয় না।

তাৎপর্য

পারমার্থিক উদ্দেশ্য রহিত যা কিছুই করা হয়, তা যজ্ঞ হোক, দান হোক বা তপস্যাই হোক, তা সবই নিরর্থক। তাই এই শ্লোকটিতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সেই সমস্ত কর্ম জঘন্য। সব কিছুই কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে পরব্রহ্মের জন্য করা উচিত। এই বিশ্বাস না থাকলে এবং যথার্থ পথপ্রদর্শক না থাকলে কখনই কোন ফল লাভ হবে না। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে পরম-তত্ত্বের প্রতি বিশ্বাস-পরায়ণ হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র-নির্দেশাদি অনুসরণের চরম লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা। এই নীতি অনুসরণ না করলে কেউই সাফল্য লাভ করতে পারে না। তাই সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে থেকে প্রথম থেকেই কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযোগের অনুশীলন করাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পন্থা। সব কিছু সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার এটিই হচ্ছে পন্থা।

বদ্ধ অবস্থায় মানুষ দেব-দেবী, ভূত-প্রেত, অথবা কুবের আদি যক্ষদের পূজা করার প্রতি আসক্ত থাকে। রজ ও তমোগুণ থেকে সত্ত্বগুণ শ্রেয়। কিন্তু যিনি প্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণভাবনা গ্রহণ করেছেন, তিনি এই জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণেরই অতীত। যদিও ক্রমান্বয়ে উন্নতি সাধন করার পন্থা রয়েছে, তবুও যদি কেউ শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ করার ফলে সরাসরিভাবে কৃষ্ণভাবনা গ্রহণ করতে পারেন, সেটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা এবং এই অধ্যায়ে সেটিই অনুমোদিত হয়েছে। এভাবেই জীবন সার্থক করতে হলে, সর্ব প্রথমে সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁর পরিচালনায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। তখন পরম-তত্ত্বের প্রতি বিশ্বাসের উদয় হবে। কালক্রমে সেই বিশ্বাস যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় ভগবৎ-প্রেম। এই প্রেমই হচ্ছে জীবসমূহের পরম লক্ষ্য। তাই, সরাসরিভাবে কৃষ্ণভাবনা গ্রহণ করা উচিত। সেটিই হচ্ছে সপ্তদশ অধ্যায়ের বক্তব্য।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান ।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—'শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।